বিষ্ণুপুর হাইস্কুলের ৩ ছাত্র মেধা তালিকায় স্থান পাওয়ায় খুশি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পরিবারের সদস্যরা

(বাঁদিকে) উচ্চ মাধমিকে পঞ্চম সুতনয় ভট্টাচার্য, (মাঝে) ষষ্ঠ নীলমাধব দত্ত। (ডানদিকে) দশম সমীধ ঘোষ। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বিষ্ণুপুর হাইস্কুলের তিন ছাত্র এবারের উচ্চমাধ্যমিকে মেধা তালিকায় স্থান পাওয়ায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে পরিচালন সমিতির সদস্যরা ভীষণ খুশি। তিনজনেরই প্রায় সব বিষয়েই টিউশন ছিল। প্রথম জন বিজ্ঞানী, দ্বিতীয় জন বিসিএস অফিসার ও তৃতীয় জন অধ্যাপক হতে চায়। বিষ্ণুপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হারাধন মণ্ডল বলেন, মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকেও আমাদের স্কুলের নাম প্রথম দশে উঠে আসায় আমরা গর্বিত। সুতনয়ের বাবা তাপস ভট্টাচার্যের বাড়ি বিষ্ণুপুর শহরের ঝাপড় মোড় এলাকায়। পেশায় পশু চিকিৎসক। মা সোমা ভট্টাচার্য গৃহবধূ। তাপসবাবু বলেন, ছেলেকে ব্যাঙ্গোলোরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সে ভর্তি করেছি। সেখানেই সে পড়াশোনা করবে। আমাকে চাকরি সূত্রে বাইরে যেতে হয়। সুতনয়ের মা ছেলেকে বেশি সময় দিয়েছেন। ছেলের সাফল্যে আমরা ভীষণ খুশি। বিষ্ণুপুর শহরের কৈলাসতলার বাসিন্দা নীলমাধব দত্তের বাবা শ্যামাপদ দত্ত পেশায় বস্ত্র ব্যবসায়ী। তিনি বলেন, আমি কর্মসূত্রে ওড়িশায় থাকি। স্ত্রী বাড়িতে থাকেন। তাকেই সব দিক সামলাতে হয়েছে। মা মিতাদেবী বলেন, কলাবিভাগে পড়েও ছেলে ভালো ফল করেছে। এতে আমরা খুশি। অপর এক মেধাবী ছাত্র সমীধ ঘোষ বিষ্ণুপুর শহরের দক্ষিণ বৈলাপাড়ার বাসিন্দা। তার বাবা অলোক ঘোষ শ্যামনগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। মা তনুশ্রী ঘোষ গৃহবধূ। অলোকবাবু বলেন, ছেলে ভালো ফল করবে জানতাম। তবে সে মেধা তালিকায় স্থান পাবে এটা ভাবিনি। সুতনয় বলল, আমি অবসর সময়ে টিভিতে কার্টুন দেখতে ভালোবাসি। বাধাধরা ছকে পড়াশোনা করিনি। নীলমাধব জানায়, আমি রোজ গড়ে ১২ ঘণ্টা করে পড়েছি। টেস্টের পরে তা আরও বেড়েছে। আমি ক্রিকেট খেলা দেখতে ভালোবাসি। পছন্দের খেলোড়ায় বিরাট কোহলি। সমীধ বললো, আমি টিউশনের সময় বাদ দিয়ে বাড়িতে গড়ে ৫ ঘণ্টা করে পড়াশোনা করেছি। প্রিয় খেলা ক্রিকেট। মহেন্দ্র সিং ধোনি আমার পছন্দের খেলোয়াড়।

কান্দি ও বহরমপুর মহকুমার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্কুলের উচ্চমাধ্যমিকের স্কুলভিত্তিক ফলাফল

জজান কেনারাম উচ্চ বিদ্যালয় ঃ মোট পরীক্ষার্থী ১৫৬ জন। পাশ করেছে ১৩৩ জন। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক মনন ভট্টাচার্য ৪৩৮।

জেমো এনএন হাই স্কুল ঃ মোট পরীক্ষার্থী ২৭৫ জন। পাশ করেছে ২২৫ জন। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক কাজরী মুখার্জী ৪৬৫।

কান্দি রাজ হাই স্কুল ঃ মোট পরীক্ষার্থী ২৮৭ জন। পাশ করেছে ২৭১ জন। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক অঙ্কুশ ঘোষ ৪৬৯।

আন্দি লালচাঁদ ছাজের হাই স্কুল ঃ মোট পরীক্ষার্থী ১৭৫ জন। পাশ করেছে ১৫৫ জন। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক সোমদত্তা চন্দ্র ৪৪৫।

কুণ্ডল হাই স্কুল ঃ মোট পরীক্ষার্থী ৫৫ জন। পাশ করেছে ৫৪ জন। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক পিঙ্কি দলুই ৩৭৯।

খোরজুনা হাই স্কুল ঃ মোট পরীক্ষার্থী ১২১ জন। পাশ করেছে ১১২ জন। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক সারমিন সুলতানা ৪১০।

আন্দুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ঃ মোট পরীক্ষার্থী ১৬২ জন। পাশ করেছে ১৫০ জন। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক দেবকান্ত ঘোষ ৪৩৭।

বালিয়া পরেশনাথ উচ্চ বিদ্যালয় ঃ মোট পরীক্ষার্থী ৯২ জন। পাশ করেছে ৮৩ জন। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক জয়শ্রী দাস ৪৫০।

পুরুলিয়া জেলা স্কুলের ছাত্র অনুভব উচ্চ মাধ্যমিকে পঞ্চম

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ মাধ্যমিকের চেয়ে আরও বেশি ভালো ফল করে এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মেধা তালিকায় পঞ্চম স্থান দখল করল পুরুলিয়া জেলা স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র অনুভব চক্রবর্তী। সে পেয়েছে ৪৮৬ নম্বর। বিষয়ভিত্তিক তার প্রাপ্ত নম্বর– বাংলায় ৯৪, ইংরাজিতে ৮৬, জীববিদ্যায় ৯৮, পদার্থ বিদ্যায় ৯৭, রসায়নে ৯৯ এবং অঙ্কে ৯৮। রাজ্যে সে পঞ্চম স্থান দখল করার পাশাপাশি পুরুলিয়া জেলাতেও ছেলেদের মধ্যে প্রথম হয়েছে। পুরুলিয়া শহরের মুনসেফ ডাঙা এলাকার বাসিন্দা অনুভব জানালো, তার বাবা অনুপম চক্রবর্তী পুরুলিয়ার জাহাজপুরে কল্যাণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে চাকরি করেন। মা বৈশাখীদেবী একজন স্কুল শিক্ষিকা। সে জানায়, স্কুল থাকলে টিউশন বাদে দিনে ৪ ঘন্টার মতো পড়াশোনা করত। আর স্কুল ছুটি থাকলে পড়া অনুশীলন করত দিনে প্রায় ৮ ঘন্টা। এবারের সর্বভারতীয় জয়েন্ট পরীক্ষায় ২৯০ র‍্যাঙ্ক করেছে সে।

২০১৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও এই স্কুল থেকেই রাজ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করেছিল অনুভব। অবসর সময়ে সে গোয়েন্দা গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে। তার লক্ষ্য, চিকিৎসক হয়ে পুরুলিয়ায় থেকে মানুষের সেবা করা।

চাষির ছেলে সৌম্যদীপ ৬৪০ পাওয়ায় খুশি গ্রামের মানুষজন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী ঃ বাবার সাথে মাঝে মধ্যেই জমিতে কাজ করতে যেতে হতো সৌম্যদীপ দেবনাথকে। একদিকে মাঠের কাজ, অন্যদিকে পড়াশোনা। অভাবী সংসারের মধ্যে থেকেও সৌম্যদীপ মানুষ হবার স্বপ্ন দেখত প্রতিদিন। কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে এবছর মাধ্যমিকে সৌম্যদীপ দেবনাথ ৬৪০ নম্বর পেয়ে এলাকায় সুনাম অর্জন করেছে। সৌম্যদীপ পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের প্রতিভা তার মধ্যে ছিল। স্থানীয় বিদ্যানগর গয়ারামদাস বিদ্যামন্দির থেকে এবছর মাধ্যমিকে এলাকার মধ্যে প্রথম হয়েছে সৌম্যদীপ। বৃহস্পতিবার সৌম্যদীপ জানিয়েছে, সে ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। আইআইটি থেকে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন সে দেখছে। বর্তমানে বিজ্ঞান নিয়ে দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হবে ওই গয়ারামদাস বিদ্যামন্দির স্কুলেই। তবে অভাবী সংসার, তবুও হাল ছাড়েনি তার বাবা-মা। বাবা সুভাষ দেবনাথ সামান্য দু-এক বিঘা জমিতে চাষ করে আর অন্যের জমিতে চাষ করে সংসার চালায়। মা সীমা দেবনাথ গৃহবধূ। সীমাদেবী জানিয়েছেন, তার এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়ে এমএ পড়ছে আর এই ছোট ছেলে এবছর মাধ্যমিক পাশ করল। ছেলেকে নিয়ে তাঁর বহু স্বপ্ন রয়েছে। সৌম্যদীপ এদিন জানায়, তার গৃহশিক্ষক ছিলেন ৬ জন। পড়াশোনার পাশাপাশি বিকেলে ফুটবল খেলা, ছবি আঁকা, গল্পের বই এবং গানশোনা ছিল তার রোজগার একটা রুটিন। খাবার নিয়ে একটু লোভ ছিল তার। চিকেন খেতে ভীষণ ভালোবাসে, এছাড়াও আলুপোস্ত, রসগোল্লা, পনির হলে তার কথাই নেই। সে জানালো, গৃহ শিক্ষকের পাশাপাশি তার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষকরাও তার পড়াশোনার প্রতি যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন বলেই আজ ভালো ফল সে করতে পেড়েছে। কিন্তু তার ইচ্ছে ছিল, রাজ্যের মেধাতালিকায় ১০ জনের মধ্যে একজন হবার। কিন্তু হতে পারেনি বলে তার আক্ষেপ রয়ে গেল। তবে আগামী দিন দ্বাদশ ক্লাসের পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিভাগ বিশ্বাস জানিয়েছেন, আগাগোড়াই সৌম্যদীপ ছিল পড়াশোনায় ভালো। আর একটু পরিশ্রম করতে পারলে মেধা তালিকায় জায়গা করে নিতে পারত। তবে নির্দ্বিধায় বলতে পারি আর্থিক অবস্থার কারণেই একটু পিছিয়ে গেল সে। যাইহোক, আগামী দিনে আমরা সমস্ত রকম সহযোগিতা করব বলে আশ্বাস দিয়েছি তার পরিবারের অভিভাবক-অভিভাবিকাকে।

নিরাপত্তার দাবিতে বিষ্ণুপুরে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ ভোটকর্মীদের নিরাপত্তার দাবিতে শুক্রবার বিষ্ণুপুরে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিলেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। তাঁরা এদিন বিষ্ণুপুর হাইস্কুল প্রাঙ্গন থেকে মিছিল শুরু করেন। পরে কলেজ রোড হয়ে তাঁরা মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে যান। সেখানে কয়েকজন প্রতিনিধি মহকুমা শাসকের কাছে দেখা করেন এবং তাঁদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দেন। বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক মানস কুমার মণ্ডল বলেন, শিক্ষকরা ডেপুটেশন দিয়ে এসেছিলেন এবং একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন। আগামী নির্বাচনে আমার পক্ষ থেকে যেটুকু করণীয় তা নিশ্চয় করা হবে। বাকি বিষয়গুলির জন্য দাবিপত্র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। আন্দোলনরত শিক্ষকরা বলেন, পরবর্তী সমস্ত প্রকার নির্বাচনগুলিতে ভোট কেন্দ্রের ও ভোটকর্মীদের উপযুক্ত নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করতে হবে। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে উত্তর দিনাজপুর জেলায় প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে কর্মরত রাজকুমার রায়ের মৃত্যুর ঘটনা যাতে আর না ঘটে সে ব্যাপারে প্রশাসনকে আশ্বস্ত করতে হবে।

উচ্চমাধ্যমিকেও বাঁকুড়ার জয়জয়কার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের সম্ভাব্য মেধা তালিকায় প্রথম দশে বাঁকুড়া জেলার ১০ জন স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন মধুবন গোয়েঙ্কা বিদ্যাপীঠের অর্ণব চ্যাটার্জী বিজ্ঞান বিভাগে ৪৮৭ নম্বর পেয়ে রাজ্যের চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। তার বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর– বাংলায় ৯৬, ইংরাজিতে ৯৮, অঙ্কে ১০০, পদার্থবিদ্যায় ৯৫, রসায়নে ৯৮, জীবনবিজ্ঞানে ৯২ অর্ণবের বাবা পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, মা স্কুল শিক্ষিকা। ভবিষ্যতে সে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। অন্যদিকে রাজের সপ্তম স্থান অধিকার করেছে সারেঙ্গা বিদ্যাপীঠের অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৪। অষ্টম হয়েছে বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ের রৌনক পাত্র। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৩। রাজ্যে দশম হয়েছে বাঁকুড়া জেলার আরও ২ জন। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৪৮১।

অন্যদিকে হলচিকি হরফে সাঁওতালি ভাষায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়েছে মণ্ডলপুলি নেতাজী বিদ্যাপীঠের ছাত্র এপ্রিল সরেন। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪২৬। তার বিষয়ভিত্তিক নম্বর হল– ইংরাজিতে ৮১, ভূগোলে ৮২, দর্শনে ৯৫, সংস্কৃতে ৯৫, সাঁওতালিতে ৭৩। তার বাবা চরণ সরেন একজন প্রান্তিক চাষি এবং মা শিবানি সরেন গৃহবধূ। এপ্রিলের স্বপ্ন সে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে ভালো শিক্ষক হবে। জঙ্গলমহলের পিছিয়ে পড়া এলাকার আধিবাসী ছোট ভাইবোনেদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলায় সচেষ্ট হবে। এপ্রিলের বাড়ি বারিকুল থানার লাকাটা গ্রামে। সে মণ্ডলকুলি বিদ্যাপীঠের ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনা করত।

পুরুলিয়ায় মাধ্যমিকে মেয়েদের মধ্যে সম্ভাব্য সেরা শুভশ্রী দে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ মাধ্যমিকে ৬৭০ নম্বর পেয়ে সবাইকে চমকে দিল পুরুলিয়া শহরের নীলকুঠিডাঙ্গা এলাকার কিশোরি শুভশ্রী দে। পুরুলিয়া শহরের শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের এই ছাত্রীটি জেলাতে মেয়েদের মধ্যে সম্ভাব্য প্রথম হয়েছে। বিষয় ভিত্তিক তার প্রাপ্ত নম্বর হল– বাংলায় ৯৪, ইংরাজিতে ৮৬, অঙ্কে ১০০, ভৌত বিজ্ঞানে ৯৮, জীবন বিজ্ঞানে ১০০, ইতিহাসে ৯৭ ও ভূগোলে ৯৫। শুভশ্রী জানায়, বাবা বিশ্বজিৎ দে'র ছোট্ট একটি জুয়েলারী দোকান আছে। মা মৌসুমীদেবী একজন সাধারণ গৃহবধূ। বাবা সারাদিন ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। দুই ভাই বোনের মধ্যে সে বড়। ভাই সুজয় পঞ্চম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। বাবার ব্যবসাতে সাহায্য করার জন্য পরিবারের বড় আর কেউ না থাকায় মাকেই বাবার কাজে গিয়ে সাহায্য করতে হয়। তারই ফাঁকে মা যেটুকু সময় পান তার মধ্যে তাকে পড়াশোনা করার তদারকি করে থাকেন।

ভালো ফলের জন্য মেয়েকে বরাবর উৎসাহ জুগিয়ে এসেছেন মৌসুমীদেবী। শুভশ্রী জানিয়েছে, পড়াশোনার অবসর সময়ে সে নাচ, গান, আবৃত্তি এবং ড্রয়িং করতে ভালবাসে। বর্তমানে সে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এরপর বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে আগামী দিনে চিকিৎসক হতে চায়।

সিকিম ভ্রমণ ঃ কিছু ভালো আর কিছু মন্দ কথা

পর্ব ৮

(বাঁদিকে) সন্ধে নেমে আসছে পাহাড়ের বুকে। (ডানদিকে) আরিতার শেরিং-এর মায়ের দেওয়া 'অর্গানিক পান'। ছবি - লেখক

দেবাংশু চক্রবর্তী

এক প্লেট করে প্রত্যেকে চিকেন মোমো খেয়ে হোটেলের পাশেই নির্মীয়মান একটি হোটেলের সামনে ছোট্ট ফেয়ারপ্রাইস শপ-এ এসে বসলাম। সেখানে আলাপ হল শেরিং-এর সঙ্গে। বছর পঁয়ত্রিশের মেয়েটি কিছু না বুঝলেও হাসে, আবার বুঝলে তো কথাই নেই। ফার্স্টক্লাস কফি বানায় শিরিং। কফি দেওয়ার পদ্ধতিটিও সুন্দর। একটি অসাধারণ ট্রে'তে কফির মগ এনে সামনের গার্ডেন টেবিলে রেখে দু'হাত জড়ো করে প্রণাম করে সে। এইযে আতিথেয়তা, এটা তিব্বতিদের একটা পরম্পরা। এটি ছোটখাটো একটি রেশনের দোকান। তবে এখানের রেশনের দোকানের সঙ্গে মেলাবেন না যেন। কারণ এখানে রাজ্য সরকার প্রেরিত বহু জিনিষ অত্যন্তকম দামে পাওয়া যায়। চাল, চাউ থেকে শুরু করে প্রসাধনী সাম্রগী এমনকি সব্জি পর্যন্ত রেশন থেকে পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ করে রাখা ভালো, এই সিকিম রাজ্যে ক্রাইম হয় না বললেই চলে। তাই সারা রাজ্যে একটি মাত্র ছোট্ট জেলখানা আছে। সেটি রাজধানী গ্যাংটকে অবস্থিত। এই রাজ্যের মানুষ একথা কল্পনাও হয়তো করতে পারবেন না। যাইহোক, আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। কফি খাওয়ার পর শিরিং-এর মা (তিনিও বেশ হাসিখুশি মহিলা) আমাদের করজোড়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা অর্গানিক পান খাব কি না। 'হ্যাঁ' বলার আগে দুবার ভাববনাম, দাম নেবে না তো? আমাদের লজ্জায় ফেলে উনিই উত্তর দিলেন, এই পান আমাদের বাগানের, কোনও পয়সা দিতে হবে না। সম্মতি পেয়ে তিনি পানের বাটা নিয়ে পান সাজতে বসলেন। চুন, সুপারি, সাদা খয়ের আর মৌরি দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট তিনখানি পান আমাদের হাতে দিলেন। পানগুলি ছোট্ট হতে পারে কিন্তু তার ঝাঁঝ রয়েছে। পান খেতে খেতে শিরিংয়ের বাবা এলেন। তিনিও বসে গল্প জুড়ে দিলেন। আসলে এই পাহাড়ি জায়গাগুলিতে মরুদ্যম ছাড়া পর্যটকদের দেখা মেলে না। একা একাই থাকতে হয় এই পরিবার গুলিকে। হয়তো সেজন্যেই এঁরা মানুষ কাছে পেলে এতো মিশতে ও কথা বলতে চান। বসেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কোন হোটেলে উঠেছি। বললাম, পাশের হোটেলেই। তিনি শুনে বললেন, কদিন থাকবেন? পরের দিনই চলে যাওয়ার কথা শুনে যেন একটু মুষরে পড়লেন। আমার হাত ধরে বললেন, আপনার ফোন নং-টা দেবেন? মাঝে মাঝে কথা বলব। বুঝতে পারলাম, কয়েকদিনের পাহাড়-সফর আমাদের একঘেয়েমি কাটায় ঠিকই, তবে এই মানুষগুলিও বড় নিঃসঙ্গ। ফোন নং দিয়ে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় শেরিং আবার ডাকালো। বলল, স্যার আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নং-টা দেবেন? আমি দিয়ে দিলাম। ভাবলাম পরে ও নির্ঘাত ভুলে যাবে। কিন্তু ফিরে এসে হঠাৎ একদিন একটা অজানা নম্বর থেকে হোয়াটস্অ্যাপে টেক্সট এলো, ভালোভাবে পৌঁছেছেন তো স্যার? অবাক হয়ে গেলাম। সত্যিই তো, ক'দিনেরই বা আলাপ। অথচ এরা মানুষকে কত আপন করে নেয়। আর আমরা বাঙালিরা, সহজেই কত সর্পিল পথে ভাবনাকে নিয়ে বেড়াই। আর এরা সহজ পথে বাউলের মতো মনকে নিয়ে বসবাস করে। প্রায় ঘন্টা দুয়েক বসে বসে আড্ডা দেওয়ার পর হোটেলে ফিরে এলাম। সেখানে এসে দেখি জনা তিরিশেকের এক বাঙালি গ্রুপ ঢুকেছে। তারা ঢুকেই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে।

ক্রমশ

দক্ষিণবঙ্গে প্রথম বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরে বন্ধ্যাত্ব নিরাময় কেন্দ্র
SUN INFERTILITY CARE UNIT
সান হসপিটাল, ভাঙা কুঠি, বর্ধমান
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার সকাল ১০টা থেকে
বন্ধ্যাত্ব নিরাময় কেন্দ্র
FACILITY :
1. Sperm bank
2. IUI/IVF/ICSI Consultant.
3. Embrio transfer.
4. TVS done.
5. Low Amount.

Mob.-9733391390
8373095423/9851942770
Email-biswajitghoshbiswajit1980@gmail.com